(১২) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকান্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৪ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	সভাপতি
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি
৩	পৌরসভা মেয়র (যদি থাকে)	সদস্য
৪	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য
৫	উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ	সদস্য
৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৭	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৮	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৯	উপজেলা হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	সদস্য
১০	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
১১	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩	সিনিয়র উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
১৬	উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক	সদস্য
১৭	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
১৮	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৯	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
২০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
২১	উপজেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
২২	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
২৩	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২৫	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যদি থাকে)	সদস্য

২৮	ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণের মধ্য থেকে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	সদস্য
২৯	উপজেলা সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	সদস্য
৩০	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
৩১	উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৩২	স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ জন প্রতিনিধি যেখানে জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত একটি সংস্থার প্রতিনিধি (কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৩	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩৪	সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব (যদি থাকে)	সদস্য
৩৫	সভাপতি, উপজেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৬	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার ১ জন অধ্যক্ষ	সদস্য
৩৭	উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে কর্মরত সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি)	সদস্য
৩৯	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা এবং উপকমিটির সভা

(১) স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন;

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) উপজেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে যেকোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে অথবা এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে প্রাপ্ত কমিটিসমূহের তালিকা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(২) ইউনিয়ন কমিটিকে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ) নির্দেশনা অনুসরণ করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) ইউনিয়ন, উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জেলা কমিটিকে অবহিত করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুরূপ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে সহায়তা প্রদান;

(৬) ইউনিয়ন কমিটিকে বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণে সহযোগিতা প্রদান এবং ইউনিয়ন কমিটিগুলো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা সমন্বিত করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৭) সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের অংশগ্রহণে উপজেলা ঝুঁকি-মানচিত্র প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে এ মানচিত্র ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৮) ইউনিয়ন কমিটিকে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান;

(৯) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত ও সংকলিত করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(১০) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে ইউনিয়ন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(১১) উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সঙ্গে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(১২) উপজেলা পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং অন্যান্য কার্যাবলি সম্পর্কে জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(১৩) উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা;

(১৪) দুর্যোগের পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচার;

(১৫) ভূমিধস, নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সতর্কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৬) দুর্যোগ-সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ও জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(১৭) দুর্যোগ-সহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

(১৮) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির সহায়তায় জরুরি পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(১৯) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(২০) মুজিব কিল্লা নির্মাণে ইউনিয়ন কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান, যা দুর্যোগকালে নিরাপদে গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;

(২১ জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মজুত রাখতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(২২) উদ্ধার, প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা-সংবলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(২৩) ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২৪) সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কাজ পরিচালনার বিষয়ে মহড়া আয়োজন এবং প্রয়োজনে জেলা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(২৫) দুর্যোগে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ শনাক্তকরণ, সৎকারের উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক উঁচু স্থান তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করবস্থান ও শ্মশান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ;

(২৬) উৎপাদনশীল খামারগুলো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

(২৭) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও তা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ;

(২৮) জরুরি উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রী মজুতের জন্য অবকাঠামো তৈরি এবং আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তহবিল গঠন বা সহায়তা পেতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৯) তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য উদ্ধার সরঞ্জাম ও সাড়াদান সামগ্রী সংরক্ষণ। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক ত্রৈমাসিক উক্ত সরঞ্জামাদির হিসাব এবং সুষ্ঠু সংরক্ষণের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন। পরবর্তীকালে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রীর মজুত সম্পর্কে আলোচনা;

(৩০) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দল ও তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ;

(৩) জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্র নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) পানি বিশুদ্ধকরণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগকালে জীবনরক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধ ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সম্ভাব্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগকালে যেসব জরুরি কাজ করতে হবে তার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ;

(১০) দুর্যোগকালে মালামাল ও গবাদি পশু নিরাপদে রাখার বিষয়ে জনগণকে আশ্বস্তকরণ, যাতে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে গমন করে।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, সন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র/নিয়ন্ত্রণকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(২) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং মানবিক সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(৪) দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৬) মৃতদেহ শনাক্তকরণ, দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৭) জনগণের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) এসওএস ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ এবং যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল বা অয়্যারলেসযোগে জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(২) পরিশিষ্টতে উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম (D-Form) অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৩) ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনায় 'আগের চেয়ে ভালো আবস্থায় ফিরিয়ে আনার' নীতি অনুসরণ করে পুনর্বাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ;

(৪) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৬) দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগণ যাতে পুনরায় তাদের আগের স্থানে ফিরে যেতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১০) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন বা বরাদ্দ প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১১) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৫ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	মেয়র	সভাপতি
২	প্যানেল মেয়র	সহ-সভাপতি
৩	কাউন্সিলর (সকল)	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন	সদস্য
৫	মেডিক্যাল অফিসার বা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, পৌরসভা	সদস্য
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভা	সদস্য
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO)	সদস্য
৮	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য

৪.১.৬ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য বাই-রোটেশনের ভিত্তিতে	সভাপতি
২	নির্বাচিত সদস্য (সকল)	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি ৩ জন	সদস্য
৪	ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১ জন করে প্রতিনিধি	সদস্য
৫	বিপদাপন্ন নারীদের প্রতিনিধি (সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড সদস্য কর্তৃক মনোনীত) ৩ জন	সদস্য
৬	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (যদি থাকে) প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধি	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
৯	কৃষক প্রতিনিধি ১ জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ জন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সমাজ সেবক প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১২	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৩	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
১৪	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৫	স্থানীয় স্কাউটস প্রতিনিধি হিসেবে (লিডার বা রোভার বা গার্লস স্কাউটসের প্রতিনিধি) ২ জন	সদস্য
১৬	স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৭	গণমাধ্যম থেকে প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৮	যুব/ক্রীড়া সংগঠন থেকে প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৯	ভূমিহীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২০	স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, লোকজ জ্ঞানসমৃদ্ধ স্থানীয় দুর্যোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ৩ জন	সদস্য
২৩	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধি	সদস্য
২৪	স্থানীয় পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জন	সদস্য
২৫	সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য-সচিব

দ্রষ্টব্য: ভূমিধসপ্রবণ পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী থেকে ১ জন হেডম্যান ও ১ জন কারবারীকে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইউনিয়ন কমিটির সভা

(১) ইউনিয়ন কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মাসে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৩) স্বাভাবিক বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৪) আগের কমিটির পরিবর্তন না হলেও প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান;

(৩) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় নিয়মিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন;

(৪) কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA) পদ্ধতির মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ডভিত্তিক আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং এর বাস্তবায়নে সম্পদ জোগানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) জেন্ডার, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এর অগ্রগতি উপজেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(৯) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) নির্দেশিকা অনুসরণ;

(১০) উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগান নিশ্চিতকরণ;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত বা পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান নিশ্চিতকরণ;

(১২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এসব দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগ-সহনশীল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(১৫) আকস্মিক বা আগাম বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে ব্যাপক ফসলহানি বিবেচনায় দ্রুত কৃষি পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাজারসহ সাপ্লাই চেইন সচল রাখার আগাম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৬) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৭) মোবাইল নম্বরসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যানবাহন ও অন্যান্য উদ্ধার ও সাড়াদানে ব্যবহার-উপযোগী সরঞ্জমাদির তালিকা তৈরি, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এ তালিকা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) দুর্যোগ-সহনশীল ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(১৯) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় জরুরি মুহূর্তে কোনো এলাকার মানুষ কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণ করবে তা ঠিক করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(২০) আশ্রয়কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সচল আছে কি না, তা যাচাই করা, প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(২১) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২২) দুর্যোগে গবাদি পশুর/জনসাধারণের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে মুজিব কিল্লা স্থাপনে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(২৩) জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুত নিশ্চিতকরণ;

(২৪) উদ্ধার, প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা এবং সড়ক ও টেলিযোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ;

(২৫) উপজেলা বা জেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা-বিষয়ক মহড়ার আয়োজন;

(২৬) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ;

(২৭) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং জরুরি তহবিল গঠন ও ছাড়করণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ;

(২৮) উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA)-এর মাধ্যমে প্রণীত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৯) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার;

(৩০) সকল ইউনিয়ন পরিষদে উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রী সংরক্ষণ করা এবং প্রতি তিন মাস অন্তর উদ্ধার-যন্ত্রপাতি সচল আছে কি না, তা যাচাইকরণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার-উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুত বিষয়ে পরিবীক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে মজুত বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সম্ভাব্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(১০) উৎপাদনশীল খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহোযোগিতা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(২) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের একত্রে আলাদা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তাসহ নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান এবং জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়সাধন এবং মানবিক সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৬) দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা ও উদ্ধারকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৯) মৃতদেহ শনাক্তকরণ, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর করা, লাশের দাবিদার না পাওয়া গেলে নীতিমালা অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগে মৃত ব্যক্তির পরিবার, আহত ব্যক্তিদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) জনগণকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(১২) বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) এসওএস ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে অতি দ্রুত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা, দ্রুত পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(৩) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী/নগদ অর্থ উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের চাহিদার ভিত্তিতে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা ও সময়সীমা বৃদ্ধি করাসহ প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাসামগ্রী বরাদ্দের জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতা ও সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর যথাযথ বাস্তবায়ন;

(৬) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৭) দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার (Build Back Better) নীতির ভিত্তিতে উপজেলা কমিটির সহায়তায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার (Recovery), পুনর্বাসন (Rehabilitation) ও পুনর্গঠন (Reconstruction) কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৮) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণ যাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে উপজেলা ও জেলা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারী ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(১১) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(১২) উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৬.১ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য	সভাপতি
২	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা সদস্য	উপদেষ্টা
৩	কমিটি কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৪	ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ২ জন	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	কমিটি কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি (যাদের স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে)	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য
৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি) প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
৯	গণমাধ্যম প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে) ১ জন	সদস্য
১২	ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড কমিটির সভা

(১) ওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়ার্ড কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ মাসে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৩) স্বাভাবিক বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান;

(৩) ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(৪) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৫) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত বা পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণে সহায়তা প্রদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এসব দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগ-সহনশীল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(১০) আকস্মিক বা আগাম বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে ব্যাপক ফসলহানি বিবেচনায় দ্রুত কৃষি পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাজারসহ সাপ্লাই চেইন সচল রাখার আগাম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(১১) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(১২) আশ্রয়কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সচল আছে কি না, তা যাচাই, প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৩) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট কমিউনিটিতে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরিতে সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের তথ্য প্রদান।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় এর প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার-উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(৭) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৮) উৎপাদনশীল খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনে উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের আলাদা কক্ষে রাখা এবং নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান এবং জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৪) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) জনগণকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন ইউনিয়ন কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য ইউনিয়ন কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারীর সহায়তায় মানসিক পরিষেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান।

৪.২ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগে সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবক, ব্যক্তিখাত ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা, সিটি কর্পোরেশন, সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগে দ্রুত কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার স্বার্থে সরকারের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাড়াদান গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৪.২.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ সাড়াদান গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	মেয়র	সভাপতি
২	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি (বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি (ক্ষেত্র মতো)	সদস্য
৪	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রমতো, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য